[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] “[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]” [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গৃহবধূ নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের বেলতলা পাড়ায় সড়কে হাঁটার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বিলকিস খাতুন (৪৫) নামে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন।

সোমবার (২২ জুন) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বেলতলা পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বিলকিস খাতুন বেলতলা পাড়ার বাসিন্দা বাসার আলীর স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে বিলকিস খাতুন প্রতিদিনের মতো হাঁটতে বের হন। এ সময় একটি মোটরসাইকেল পিছন দিক থেকে তাকে সজোরে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক মো. জাব্বারুল (৫৫) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গাংনীতে আসামিদের গ্রেফতার না করায় হুমকির মুখে বাদীপক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে জমি দখল, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের গ্রেফতার না করার অভিযোগ উঠেছে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদের বিরুদ্ধে। মামলার বাদী মজিদুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন, আসামিরা গ্রেফতার না হওয়ায় মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তাকে ও তার পরিবারকে নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ১৩ জুন ২০২৬ শনিবার সকালে গাড়াবাড়িয়া গ্রামের অফছার আলীর ছেলে মজিদুল ইসলামের কেনা জমি দখল করে প্রতিপক্ষরা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় মজিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর আদালতে মখলেছুর রহমান, মো. আবুল কালাম, হেলাল উদ্দীন, বাশার আলী, লালচাঁদ আলী, হবিবর, বিল্লাল হোসেন ও মহাসিন আলীর নামে মামলা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে মামলাটি গাংনী থানায় এজাহার হিসেবে নথিভুক্ত হয়। মামলার পর মখলেছুর রহমান ও মো. আবুল কালাম গ্রেফতার হলেও বাকি ৬ আসামি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

বাদীর অভিযোগ, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদ মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বাকি ৬ আসামিকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। বাদী মজিদুল ইসলাম বলেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। ফলে আমি ও আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে, তদন্ত কর্মকর্তা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসামিদের অব্যাহতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এমনকি মামলার সাক্ষীদেরও তারা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাদী ও সাক্ষীদের হুমকি দিচ্ছে—এমন তথ্য পেয়েছি। বিষয়টি আমরা আদালতের নজরে আনব।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদের বক্তব্য জানতে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুদাদ্দিদ মুর্শেদ

চৌধুরী বলেন, পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। আজও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আসামি ধরা হচ্ছে না—এই অভিযোগটি সত্য নয়।

গাংনীতে দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়লো আওয়ামীলীগ নেতার দোকান

মেহেরপুরের গাংনীতে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আওয়ামীলীগ নেতার দোকান পুড়ে গেছে। এতে দোকানে থাকা রড, সিমেন্ট, প্লাস্টিকের পাইপসহ প্রায় নয় লক্ষ টাকার সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া চার রাস্তার মোড়ে জাবিদ ট্রেডার্সেএ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকানটির মালিক বজলুর রহমান বকুল একই এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্থানীয় সোহেল বলেন, আজ ভোরে আমি নওদা মটমুড়া বাজারে এসে দেখি বকুল ভাইয়ের দোকানের ভিতর থেকে ধুয়া বের হচ্ছে। তখন আমি ভাইকে ফোন দিয়ে জানালে তাৎক্ষণিক ভাই এসে দোকান খুললেই দেখি সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর কিছু জায়গাই আগুন জ্বলছে। তখন আমরা স্থানীয়রা মটরের পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলি।

জাবিদ ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী বজলুর রহমান বকুল বলেন, আমাকে আজ ভোরে সোহেল বলে একটা ছেলে মোবাইল করে বলে আমার দোকানের মধ্য দিয়ে ধোয়া বের হচ্ছে। আমি তাৎক্ষণিক বাড়ি থেকে দোকানে চলে আসি। এসে দেখি দোকানের ভিতর থেকে ধোয়া বের হচ্ছে। তখন দোকানের তালা খুলে দেখি দোখানের মধ্যে থাকা সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর বেশ কয়েক স্থানে আগুন জ্বলছে। তখন স্থানীয়দের সহযোগিতাই সেই আগুন নিভিয়ে ফেলি। আমার মনে হয় দোকানের ভেন্টিনেটরের মধ্যে দিয়ে কোন কিছু স্প্রে করে তারপর আগুন লাগিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে দোকানে থাকা আমার ৮০ বস্তা সিমেন্টের বস্তা কেটে দিয়েছিলো দুবৃত্তরা। আর আজকে সব পুড়িয়ে ছাই করে

দিলো। দোকানে প্রায় নয় লক্ষ টাকার মত সিমেন্ট ছিলো। সব পুড়ে গেছে। আমি এর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিচার চাই?

স্থানীয় মরজেল আলী বলেন, এই হার্ডওয়ারের দোকানে যারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তারা মানুষের কাজ করেনি। তারা অমানুষ। তাদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া উচিৎ। মানুষের ফসল নষ্ট করা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া এগুলো খুব জঘণ্য কাজ।

জানা যায়, রাতের আধারে গাংনী উপজেলার নওদামটমুড়া গ্রামের বজলুর রহমান বকুলের রড সিমেন্টের দোকান ‘জাবিদ ট্রেডার্সে’ অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনাটি ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এদিকে ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটির কারণ উদঘাটনে প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে।

ভালোবাসা, ত্যাগ ও শ্রদ্ধার অনন্য দিন বাবা দিবস

মানুষের জীবনে বাবার ভূমিকা অনেক সময় নীরব, অথচ অত্যন্ত গভীর। সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য একজন বাবা সারাজীবন পরিশ্রম করেন, দায়িত্ব পালন করেন এবং নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সন্তানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ত্যাগ ও অবদানকে স্মরণ করার জন্যই বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বাবা দিবস।

বাবা দিবসের ইতিহাস আমাদের নিয়ে যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের স্পোকেন শহরের এক নারী, সোনোরা স্মার্ট ডড, এই দিবসটি চালু করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মা মারা যাওয়ার পর তাঁর বাবা উইলিয়াম

জ্যাকসন স্মার্ট একাই ছয় সন্তানকে লালন-পালন করেছিলেন।

বাবার সেই আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কথা মনে রেখে সোনোরা চেয়েছিলেন বাবাদের সম্মান জানানোর জন্য একটি বিশেষ দিন থাকুক।

১৯১০ সালের ১৯ জুন প্রথমবারের মতো স্পোকেন শহরে বাবা দিবস উদযাপিত হয়। ধীরে ধীরে এই উদ্যোগ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে জাতীয় স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছিল অনেক বছর। অবশেষে ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন জুন মাসের তৃতীয় রোববারকে জাতীয় বাবা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে জুন মাসের তৃতীয় রোববার বাবা দিবস পালিত হয়। কোথাও সন্তানরা বাবাকে উপহার দেয়, কোথাও শুভেচ্ছা কার্ড পাঠায়, আবার কোথাও পরিবারের সবাই একত্রিত হয়ে বাবার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তবে উপহার বা আয়োজনের চেয়ে বড় বিষয় হলো বাবার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করা।

আমাদের সমাজে বাবারা অনেক সময় নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেন না। তাঁরা নীরবে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, সন্তানদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে নিরলস পরিশ্রম করেন।

তাই বাবা দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি বাবার অবদানকে নতুন করে উপলব্ধি করার একটি সুযোগ।

বাবা হলেন পরিবারের বটবৃক্ষের মতো, যার ছায়ায় সন্তানরা নিরাপদে বেড়ে ওঠে। তাঁর কঠোরতা সন্তানের শৃঙ্খলা শেখায়, তাঁর পরামর্শ জীবনের পথ দেখায় এবং তাঁর ভালোবাসা আত্মবিশ্বাস জোগায়।

তাই বাবা দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে একজন বাবার নীরব ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জড়িয়ে থাকে।

বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন না হলেও, বাবা দিবস সেই অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করার একটি সুন্দর উপলক্ষ।

এই দিনটি আমাদের শেখায়, যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, বাবার প্রতি

কৃতজ্ঞতা জানাতে কখনো কার্পণ্য করা উচিত নয়। পৃথিবীর সব মানুষ খারাপ হতে পারে। তবে কোন বাবাই খারাপ না। পৃথিবীর সব বাবাদের কুর্ণিশ।

গাংনীর বাহাগুন্দা মৌজা কেটে ইসলামনগরে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার অংশ কেটে মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ৯৭ নম্বর ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দারা।

গতকাল শনিবার দুপুরে বাহাগুন্দা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাহাগুন্দা মৌজার একটি বড় অংশ ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে সাধারণ মানুষকে জমি রেজিস্ট্রি, নামজারি, খাজনা প্রদান, ভূমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশোধনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হবে।

তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাহাগুন্দা মৌজার মানুষ গাংনী উপজেলা প্রশাসনের অধীনে ভূমি-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে একই গ্রামের মানুষকে জমির অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয়ে যেতে হবে, যা তাদের সময়, অর্থ ও দুর্ভোগ বাড়াবে।

বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার ১ থেকে ১২৫৬ নম্বর আরএস দাগ ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করার গেজেট নোটিফিকেশন বাতিল করা জরুরি।

তারা বলেন, একই গ্রামের বাসিন্দাদের ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে গেলে ভোটার তালিকা, নাগরিক সেবা এবং অন্যান্য সরকারি কার্যক্রম পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বাহাগুন্দা মৌজাকে পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বহাল রাখা এবং ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির গেজেট বাতিলের জোর দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মফিজুল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

ভুক্তভোগী গ্রামবাসীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচি থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়। দাবি আদায় না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি পালনের হুঁশিয়ারি দেন বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দারা।

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভ সংঘের সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বিষয়ক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভ সংঘের উদ্যোগে “সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা জোরদারকরণে ভূমিকা” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে শহরের একটি স্থানীয় পত্রিকার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বসুন্ধরা শুভ সংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুল।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহনশীলতা বজায় রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সামাজিক বিভেদ, গুজব ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা মো. ইয়াদুল মোমিন, মো. নাসের চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফিরোজা আহমেদ, শুকুর আলী, আক্তারুজ্জামান হীরা, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদ ইসলাম ও আসাদুজ্জামান রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক মুনতাসির মাহমুদ, দপ্তর সম্পাদক রাফি হাসান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাকিব হাসান রুদ্র, অর্থ সম্পাদক সানোয়ার হোসেন, কর্ম ও পরিকল্পনা সম্পাদক আহমেদ হোসাইন, নারী বিষয়ক সম্পাদক মৌসুমী খাতুন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আজরা জামী বৃষ্টি, সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আলফিও তীর্থ বালা, ক্রীড়া সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসির ইউসুফ ইমন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক রাকিব হোসেন, আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক রোকনসহ কার্যনির্বাহী সদস্য অনিক ইসলাম, মোস্তফা জাবাল, উম্মে মুবাশ্বারা ইসলাম মুনিয়া ও সাকিব শেখ।

গাংনীতে গাঁজাসহ দুই যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে সাড়ে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ ২ যুবককে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। শনিবার দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত সাঈদ খানের ছেলে মো: শাকিরুল ইসলাম(২৫) ও একই এলাকার সুরমান আলী মন্ডলের ছেলে ইকবাল হোসেন(২২)।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।এ সময় দু’জনের গতিবিধি সন্দেহজনক হলে তাদের তল্লাশি করা হয়।তল্লাশি করে তাদের নিকট থেকে ৩’শ ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।তাদের সাথে থাকা একটি পাখিভ্যানও জব্দ করা হয়েছে।

বামন্দী ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই মো: রফিকুল ইসলাম বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা সহ দু’জনকে

আটক করে।এ সময় মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত তাদের নিকটে থাকা একটি পাখিভ্যানও জব্দ করা হয়েছে।আটকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে জমি দখল, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে জোরপূর্বক বাড়ি ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভুগী বিএনপি কর্মী মজিদুল ইসলাম ও তার ভাই মহিরুল ইসলাম। আজ শুক্রবার সকাল ১১ টায় গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নাম ভাঙ্গিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা সাজ্জাদ হোসেন পলাশ গাড়াবাড়িয়া অঞ্চলে ভয় ভীতি দেখিয়ে জমি দখল, চাঁদাবাজি, হামলা মামলার হুমকি ও সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া সহ নানা অপকর্ম করছেন। তার অত্যাচারে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় গিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আর মেহেরপুরে শিবির করে। এখন গ্রামে নব্য বিএনপি সেজেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভুগীরা আরো অভিযোগ করে বলেন, জেলা জামায়াতের সাবেক সাধারন সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমানের কাছ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে সাড়ে ১৬ শতক ক্রয় করে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে গাছগাছালি লাগানো ছিলো। আমার মালিকানাধীন জমির সকল বৈধ কাগজপত্র ও রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও সাজ্জাদ হোসেন পলাশ আমার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ার কারণে আমার প্রতিপক্ষ মকলেছুর রহমান ও আবুল কালাম সহ তাদের ক্যাডার বাহিনী আমার জমি জোরপূর্বক ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করে দখল করেছে। এতে আনুমানিক ৫/৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করেছি। মামলার করার কারনে মামলা তুলে নিতে নানা ভাবে হুমকি দিচ্ছে। হুমকির কারণে আমি এবং আমার পরিবার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছি। যেকোনো সময় আমাদের ওপর হামলা, মিথ্যা মামলা কিংবা অন্য কোনো ধরনের হয়রানির আশঙ্কা করছি। এ কারণে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছি না। আমি সার্বিক বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি।

মেহেরপুরের ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে বাহাগুন্দা গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ৯৭ নম্বর ইসলামনগর মৌজায় গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার ১ থেকে ১২৫৬ নম্বর আরএস দাগ অন্তর্ভুক্ত করার গেজেট নোটিফিকেশন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বাহাগুন্দা গ্রামবাসী।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর বাহাগুন্দা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে গ্রামবাসী তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নবগঠিত ইসলামনগর মৌজায় বাহাগুন্দা মৌজার বড় একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রামবাসী চরম প্রশাসনিক ও নাগরিক জটিলতার মুখে পড়বেন। বিশেষ করে জমি রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, খাজনা পরিশোধ ও ভূমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিষ্পত্তিসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হবে।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, এতদিন বাহাগুন্দা মৌজার যাবতীয় কাজ

গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। কিন্তু নতুন গেজেটের ফলে মৌজা বিভক্ত হওয়ায় জমির অবস্থানভেদে গ্রামবাসীকে কখনো মেহেরপুর সদর, আবার কখনো গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ছুটতে হবে। এতে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি নাগরিক ভোগান্তি বহুগুণ বাড়বে। এছাড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি ও জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই বাহাগুন্দা মৌজাকে পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে বহাল রেখে ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত বাতিলের জোর দাবি জানান তারা।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মফিদুল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এসময় বিপুলসংখ্যক গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

সমাবেশ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত গেজেট নোটিফিকেশন পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, জনস্বার্থবিরোধী এ সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।